[২০১৯] ৯ এস. সি. আর. ৭৫৪

রঞ্জিত কুমার হালদার

বনাম

সিকিম রাজ্য

(২০১৪ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৪২৭)

২৫শে জুলাই, ২০১৯

[এল.নাগেশ্বর রাও এবং হেমন্ত গুপ্তা, বিচারপতিদ্বয়]

পেনাল কোড, ১৮৬০: ধারা ৩০২ - হত্যা - প্রসিকিউশন মামলা ছিল যে ভিকটিম-মৃত ব্যক্তি তার পরিবারের সাথে কাজের জন্য গিয়েছিল অভিযুক্ত - তার ভাগ্নে এবং মৃতের স্ত্রী সহ অভিযুক্ত ভিকটিমকে খুন করে যে বাড়িতে তারা থাকতেন সেখানেই তার লাশ দাফন করে - মৃতের লাশ নিচে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। তাদের আবাসস্থলে কাঠের মেঝে ও উদ্ধার করা হয় প্রকাশের পর নিহতের স্ত্রীর দেওয়া বিবৃতি ফ্লোরিং অপসারণ - নীচের আদালত দ্বারা আপিলকারীদের দোষী সাব্যস্ত করা - আপিল,

আদেশ: কোন বিরোধ নেই যে বাড়ির তালা ছিল আপিলকারী বাড়িতে তালা লাগিয়ে তার নিজ গ্রামে যাওয়ার পর প্রথমবারের মতো পুলিশ খুলে দেয় - বাড়িটি তার ছিল দখল এবং কেউ যে বাড়িতে প্রবেশাধিকার ছিল এবং, তাই, কারও বাড়িতে প্রবেশাধিকার ছিল তা প্রমাণ করার বোঝা তার অনুপস্থিতির সময় সাক্ষ্য আইনের ১০৬ এর পরিপ্রেক্ষিতে তার উপর ছিল - আপীলকারী এমনকি প্রসিকিউশনের সাক্ষীদের কাছেও পরামর্শ দেননি তার দ্বারা ভাড়া বাড়িতে প্রবেশের সম্ভাবনা – এর সাক্ষ্য পিডাবলু -৫ যে বাড়িটি আপীলকারী দ্বারা ভাড়া নেওয়া হয়েছিল তা প্রমাণিত হয়েছিল- আপীলকারী সাক্ষ্য আইনের ধারা ১০৬-এর অধীনে অনুমানটিকে মিথ্যা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন - অভিযুক্ত মহিলার সম্মানে, পুনরুদ্ধার মৃতদেহ কাদা দিয়ে ঢাকা কাঠের তক্তার নিচে লুকানো এবং তার প্রকাশের বিবৃতিতে পাথর খুব শক্তিশালী অপরাধমূলক ছিল তার দোষী সাব্যস্ত করার জন্য তার বিরুদ্ধে পরিস্থিতি - তা ছাড়া, পিডাবলু -২ এর একটি বিবৃতি ছিল যার সামনে সে স্বীকার করেছিল – পিডাবলু -৪, পিডাবলু -২-এর স্বামী এই সাক্ষ্যকে সমর্থন করেছিলেন – এছাড়াও মৃতদেহটিকে পিডাবলু -৩ দ্বারা শনাক্ত করা হয়েছিল মৃতদের যেমন সোয়েটার ও মালা- কেউই সাক্ষী ছিলেন না মৃতদেহটি মৃত ব্যক্তির নয় বলে জেরা করা হয়েছে- নীচের উভয় আদালত আপীলকারীদের দোষী সাব্যস্ততা নথিভুক্ত করেছে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তি হিসাবে - সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ – ধারা ১০৬।

সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২: ১০৬-প্রমাণের বোঝা-১০৬ প্রমাণের বোঝা সম্পর্কে সাধারণ নিয়ম রাখে-এই ধারাটি তাদের দায়িত্বের বিচার থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য চালু করা হয়নি, তবে এমন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য তৈরি করা হয়েছিল যেখানে প্রসিকিউশনের পক্ষে এমন তথ্য স্থাপন করা অসম্ভব বা কঠিন যা বিশেষত অভিযুক্তদের জ্ঞানের মধ্যে ছিল-পেনাল কোড, ১৮৬০-৩০২।

প্রথম তথ্য প্রতিবেদনঃ খুনের মামলা-এফআইআর মূলত বাংলায় দায়ের করা হয়েছিল যা পরে নেপালি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল-অনুবাদকের তদন্ত না করা-প্রসিকিউশন মামলার উপর প্রভাব-

আদেশ ঃ প্রথম তথ্য প্রতিবেদন শুধুমাত্র মৃত্যুর তথ্যের ক্ষেত্রে ছিল-তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে তথ্যদাতার দেওয়া সংস্করণটি তদন্ত করেছিলেন-অতএব, অনুবাদকের পরীক্ষা না করা প্রসিকিউশন মামলার উপর কোনও সন্দেহ তৈরি করবে না-পেনাল কোড, ১৮৬০-৩০২।

আপিল খারিজ করে আদালতের সিদ্ধান্ত ঃ---

১ প্রমাণের বোঝা। সাক্ষ্য আইনের ১০৬ ধারা চালু করা হয়েছিল তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য নয়, বরং এটি এমন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল যেখানে প্রসিকিউশনের পক্ষে এমন তথ্য প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব বা কঠিন হবে যা বিশেষত অভিযুক্তের জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে। [অনুচ্ছেদ ১৪] [৭৬১-বি-সি]

১। কাদা ও পাথরে আবৃত কাঠের তক্তার নিচে লুকানো একটি বন্দুকের ব্যাগে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। আবেদনকারী বাড়িটি তালাবদ্ধ করে তার নিজের গ্রামে যাওয়ার পরে প্রথমবার বাড়ির তালা পুলিশ খুলেছিল। অতএব, এই দিকগুলি নিয়ে কোনও প্রশ্নের অভাবে যে বাড়িটি তাঁর দখলে ছিল এবং সেই বাড়িতে কারও প্রবেশাধিকার ছিল না, আইনের ১০৬ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে এই সত্যটি প্রমাণ করার ভার তাঁর উপর ছিল যে তাঁর অনুপস্থিতিতে কেউ বাড়িতে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। পিডব্লিউ-৫-এর সাক্ষ্য যে আবেদনকারী বাড়িটি ভাড়ায় নিয়েছিলেন তা প্রমাণিত হয়েছিল এবং বিবৃতির ভিত্তিতে-পিডব্লিউ-৩-এর, যিনি একজন ছুতোর মিস্ত্রি এবং একই এলাকায় বসবাস করছিলেন, আবেদনকারী আইনের ১০৬ ধারার অধীনে অনুমানকে ভুল প্রমাণ করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন।[২১ থেকে] [৭৬৭-বি-ই]

২. অভিযুক্ত মহিলার ক্ষেত্রে, তার এর ভিত্তিতে একটি বাড়িতে লুকিয়ে রাখা মৃতদেহ উদ্ধারের প্রমাণ রয়েছে।

প্রকাশের বিবৃতি, যেখানে তিনি মৃত ব্যক্তি এবং তার দুই সন্তানের সাথে অন্য আপিলকারীর সাথে থাকতেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। কাদা ও পাথর দিয়ে ঢেকে রাখা কাঠের তক্তার নিচে লুকিয়ে রাখা মৃতদেহ উদ্ধার করা তার বিরুদ্ধে দৃঢ় অপরাধমূলক পরিস্থিতি। এই ধরনের অপরাধমূলক পরিস্থিতি ছাড়াও, পিডব্লিউ-২-এর একটি বিবৃতি রয়েছে যার সামনে তিনি স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। [অনুচ্ছেদ ২২] |৭৬৭-ই-জি]

৩. প্রথম তথ্য প্রতিবেদন দাখিলের সময় যে ব্যক্তি বাংলা সংস্করণটি নেপালি ভাষায় অনুবাদ করেছেন তাকে পরীক্ষা করা হয়নি এই যুক্তিটি সম্পূর্ণরূপে অপ্রাসঙ্গিক। এই ধরনের প্রথম তথ্য প্রতিবেদন শুধুমাত্র মৃত্যুর তথ্যের ক্ষেত্রে ছিল। তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে তথ্যদাতার দেওয়া সংস্করণটি তদন্ত করেছিলেন। অতএব, অনুবাদকের পরীক্ষা না করা প্রসিকিউশন মামলায় কোনও সন্দেহ তৈরি করবে না। [অনুচ্ছেদ ২৩]। '৭৬৭-জি-এইচ; ৭৬৮-এ]

৪. মৃতদেহ শনাক্ত করার জন্য কোনও ডি. এন. এ পরীক্ষা করা হয়নি এই যুক্তি সমর্থনযোগ্য নয়। মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়েছিল মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর বিবৃতির ভিত্তিতে, যিনি প্রকাশ করা বিবৃতিতে বলেছিলেন যে তার স্বামীর মৃতদেহ তার দখলে থাকা একটি ঘরে কাঠের তক্তার নিচে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। উক্ত বিবৃতি ছাড়াও, পি. ডব্লিউ-৩ মৃত ব্যক্তির সোয়েটার এবং মালার মতো পোশাক পরা দেহ থেকে মৃতদেহটি চিহ্নিত করেছে। অতএব, উত্থাপিত যুক্তিটি সমর্থনযোগ্য নয়। [অনুচ্ছেদ ২৪] |৭৬৮-বি-সি]

শংভু নাথ মেহরা বনাম আজমের রাজ্য এ. আই. আর ১৯৫৬ এস. সি ৪০৪: [১৯৫৬] এস. সি. আর ১৯৯; ত্রিমুখ মারোটি কিরকান বনাম মহারাষ্ট্রের রাজ্য পি (২০০৬) ১০ এস. সি. সি ৬৮১: [২০০৬] ৭ সাপ্ল।এস. সি. আর ১৫৬; নিকা রাম বনাম হিমাচল প্রদেশ রাজ্য (১৯৭২) ২ এস. সি. সি ৮০: [১৯৭৩] ১ এস. সি. আর ৪২৮; রাজস্থান রাজ্য বনাম ঠাকুর সিং (২০১৪) ১২ এস. সি. সি ২১১: [২০১৪]৮ এস. সি. আর ১৮; জ্ঞানেশ্বর বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০০৭) ১০ এস. সি. সি ৪৪৫: [২০০৭] ৪ এস. সি. আর ২৪৮; রাম গুলাব চৌধুরী ও অন্যান্য বনাম বিহার রাজ্য (২০০১) ৮ এস. সি. সি ৩১১: [২০০১] ৩ সম্পূরক. এস. সি. আর ২৭৯-নির্ভরশীল।

সুদাম চরণ দাশ বনাম উড়িষ্যা রাজ্য ও অ্যান (২০১৪) ২ এস. সি. সি ১৪১: [২০১৩] ১০ এস. সি. আর ২৮৪-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলার রাজ্য আইন রেফারেন্স

[২০১৩] ১০ এস. সি. আর ২৮৪	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৫
[১৯৫৬] এস. সি. আর ১৯৯	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ১৫
[২০০৬] ৭ সম্পূরকের । এস. সি. আর ১৫৬	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ১৬
[১৯৭৩] ১ এস. সি. আর ৪২৮	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ১৭
[২০১৪] ৮ এস. সি. আর ১৮	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ১৮
[২০০৭] ৪ এস. সি. আর ২৪৮	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ১৯
[২০০১] ৩ সম্পূরকের এস. সি. আর ২৭৯	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ২০

ফৌজদারি আবেদন বিচারের উপর নির্ভর করেঃ ২০১৪ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৪২৭।

২০১০ সালের সিআরএল এ নং ৮-এ গ্যাংটকে সিকিম হাইকোর্টের ২৫.১১.২০১১ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

সহ

২০১৫ সালের সিআরএল. এ. নং ৪৫৮

মিসেস আপামা ঝা, মিসেস কৃতি সোন্ধি, অরবিন্দ শর্মা, এফ. আই. চৌধুরী এবং রামেশ্বর প্রসাদ গোয়েল, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।

রাঘবেন্দ্র কুমার এবং মেসার্স অর্পুথম অরুণা অ্যান্ড কোং, অ্যাড. উত্তরদাতার পক্ষে।

হেমন্ত গুপ্তা, বিচারপতি , আদালতের রায় দিয়েছেন

১. বর্তমান আপিলগুলি ২৫শে নভেম্বর, ২০১১ তারিখের সাধারণ রায় থেকে উদ্ভূত হয়, যা নেতাই মোহন্তের মৃত্যুর জন্য আপিলকারীদের দোষী সাব্যস্ত এবং সাজা বজায় রাখে।

২। ২০০৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর মৃত ব্যক্তির ভাই ভোলা মোহন্ত (পিডব্লিউ-১) একটি এফআইআর দায়ের করেন। মূল এফআইআরটি বাংলায় ১৫৭ ভাষায় (এক্স. ১) দায়ের করা হয়েছিল, যা পরে নেপালি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। ভোলা মোহন্ত (পিডব্লিউ-১) তার বিবৃতিতে বলেছেন যে তার ভাই অভিযুক্ত রঞ্জিত হায়দারের সাথে ছুতোর মিস্ত্রির কাজ করতে তার পরিবারের সাথে লাচুংয়ের 'রবোম পাওয়ার হাউসে' গিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেছেন যে তার মৃত ভাই নেতাই মোহন্তকে অভিযুক্ত রঞ্জিত হায়দার তার ভাগ্নে পুরান বান্ধু মন্ডল এবং তার স্ত্রী মমতা মোহন্তার সাথে হত্যা করেছিল।

তিনি আরও বলেন যে তাঁর মৃত ভাইয়ের মৃতদেহ রাবোমের বাড়ির ভিতরে সমাহিত করা হয়েছিল যেখানে তারা থাকত।

৩. তাঁর বক্তব্যের ভিত্তিতে রিঞ্জিং পালজোর ভুটিয়া (পিডব্লিউ-১৫) তদন্ত শুরু করেন। তিনি বলেন যে, ভোলা মোহন্তের দায়ের করা এফআইআর-এর বিষয়বস্তু বাংলা থেকে নেপালি ভাষায় অনুবাদ করার জন্য তিনি কৃষ্ণকান্ত বর্মণ নামে এক ব্যক্তির পরিষেবা নিয়েছিলেন। তিনি জাময়াং ভুটিয়া (পিডব্লিউ-৫) নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং মোটামুটি স্কেচ ম্যাপ তৈরি করেন এবং ঘটনার জায়গার ছবি তোলার ব্যবস্থাও করেন। অভিযুক্ত মমতা মোহন্ত ঘটনা স্থলে উপস্থিত ছিলেন যাকে ভোলা মোহন্ত (পিডব্লিউ-এল) নিয়ে এসেছিলেন। অভিযুক্ত মমতা মোহন্তের বিবৃতি (এক্স. ৪) ভারতীয় প্রমাণ আইন, ১৮৭২-এর ২৭ ধারার অধীনে রেকর্ড করা হয়েছিল। বিবৃতির ভিত্তিতে, বাড়ির মেঝে অপসারণের পর বাড়ির কাঠের মেঝের নিচে লুকিয়ে রাখা মৃত নেতা মোহন্তের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। মৃতদেহ উদ্ধারের সময় এস. টি. এন. এম হাসপাতালের চিকিৎসা পরামর্শদাতা ডাঃ এস. ডি. শর্মা (পি. ডব্লিউ-১২) উপস্থিত ছিলেন। মৃতদেহটি একটি রশি দিয়ে বাঁধা খোলস সহ একটি বন্দুকের ব্যাগে প্যাক করা অবস্থায় পাওয়া যায়। রাবোমের আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকায় দেহটি পচানো হয়নি তবে কিছুটা শুকিয়ে গেছে। মৃতদেহটি রবি দেব (পি. ডব্লিউ-৩) দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনটি এক্স. এইচ. ২৭। তদন্তকারী অফিসার একটি বিমান (রাঁডা), একটি স্থানীয় তৈরি 'অঙ্গেঠি', একটি 'বাটালি' (ছুতোরের সরঞ্জাম) এবং একটি তালা বাজেয়াপ্ত করেন। তিনি ঘটনাস্থল থেকে কাদায় আবৃত দুটি বন্দুকের ব্যাগ, বিভিন্ন আকারের দুটি দড়িও বাজেয়াপ্ত করেন।

৪. আবেদনকারীদের পক্ষে শিক্ষিত কৌঁসুলি জোরালোভাবে যুক্তি দেখিয়েছেন যে মূল এফআইআর বাংলায় রেকর্ড করা হয়েছিল যা নেপালি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল কিন্তু রাষ্ট্রপক্ষ কৃষ্ণকান্ত বর্মণকে পরীক্ষা করেনি যিনি বাংলা থেকে নেপালি ভাষায় এফআইআর অনুবাদ করতে সহায়তা করেছিলেন। রাষ্ট্রপক্ষ কুমার তামাংকে (পিডব্লিউ-১৪) পরীক্ষা করেছে যিনি কৃষ্ণকান্ত বর্মণের বলা প্রথম তথ্য প্রতিবেদন লিখেছেন। এখনও, এফআইআর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠানো হয়নি, তাই, এফআইআরের প্রথম সংস্করণটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। যেহেতু ফাউন্ডেশন নিজেই অস্থির, তাই পুরো প্রসিকিউশন গল্পটি সন্দেহজনক।

৫. আবেদনকারীদের পক্ষে শিক্ষিত কৌঁসুলি সুদাম চর বনাম ওড়িশা রাজ্য ও এ এন আর-এর রায়ের উপর নির্ভর করে যুক্তি দিয়েছিলেন যে

১ সংক্ষেপে, 'আইন'

২ (২০১৪) ২ এস. সি. সি ১৪১

ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তথ্য অনুসন্ধানে ঘটনার প্রয়োজনীয় শৃঙ্খল। এটিও যুক্তি দেওয়া হয় যে উদ্ধার হওয়া মৃতদেহটি মৃত নেতা ১ মোহন্তের বলে কোনও প্রমাণ নেই কারণ কোনও ডিএনএ পরীক্ষা করা হয়নি। মৃতদেহ সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে সাক্ষীদের বক্তব্য অসঙ্গতিপূর্ণ, তাই আপিলকারীদের দোষী সাব্যস্ত করার জন্য প্রসিকিউশন পরিস্থিতির শৃঙ্খলা সম্পন্ন করেছে বলে বলা যায় না।

৬. আবেদনকারীদের পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে অভিযুক্ত মৃতদেহ উদ্ধারের সময় আবেদনকারীরা বাড়িতে থাকতেন না, তাই প্রসিকিউশন প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে মৃতদেহ উদ্ধারের সময় বাড়িটি আপিলকারীদের দখলে ছিল।

৭। রাষ্ট্রপক্ষ জামিয়াং ভুটিয়াকে (পিডব্লিউ-৫) জিজ্ঞাসাবাদ করে যে রঞ্জিত হায়দারকে তার বাড়িতে দুটি ঘর ভাড়ায় দিয়েছে। সে আরও সাক্ষ্য দেয় যে সে তাকে তার অন্য বাড়ির নির্মাণ কাজে নিযুক্ত করেছে। সে সেই ছেলেকে পদচ্যুত করে যে প্রথমে অভিযুক্তের সাথে থাকত। পরে, আরও একজন ছুতোর মিস্ত্রি তার স্ত্রী এবং দুটি ছোট বাচ্চাদের সাথে একই ঘরে একসাথে থাকতে শুরু করে। এক মাসেরও কম সময় ধরে তার বাড়িতে থাকার পরে, তারা সবাই দরজা বন্ধ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। সে তাদের বাড়ি থেকে বেরোতে দেখেনি। এক মাস পর পুলিশ জানতে পারে যে তার বাড়িতে কোনও ছুতোর মিস্ত্রি বাস করে কিনা। সে ছুতোর মিস্ত্রি যে বাড়িতে থাকত সেই বাড়িটি দেখায়। তারপর পুলিশ মহিলা অভিযুক্তকে নিয়ে তার বাড়িতে আসে। ডকে দাঁড়িয়ে থাকা অভিযুক্ত মহিলা বাড়ির কাঠের মেঝের নীচের জায়গাটি নির্দেশ করে যেখানে তার স্বামীর মৃতদেহ লুকিয়ে রাখা ছিল। পুলিশ মেঝে থেকে কাঠের তক্তাগুলি সরিয়ে ফেলে এবং মৃতদেহটি একটি বোমার ব্যাগে ভরা অবস্থায় দেখতে পায়। মৃতদেহটি পচাগলা অবস্থায় ছিল এবং সেখান থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল। সেখানে উপস্থিত একজন ডাক্তার মৃতদেহ পরীক্ষা করেছিলেন। সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে তিনি যে বাড়ি থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে সেখানে থাকেন না। তিনি তার পরিবারের সাথে একটি পৃথক বাড়িতে থাকেন। অভিযুক্ত উক্ত বাড়িতে এক মাসেরও কম সময় ধরে বসবাস করেছিলেন। অভিযুক্ত মহিলা পরে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি আরও সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে পুলিশ আসার আগে পর্যন্ত বাড়ির দরজা তালাবদ্ধ এবং চাবি দিয়ে রাখা ছিল।

৮. রবি দেব (পিডব্লিউ-৩)-ও একজন ছুতোর মিস্ত্রি। তিনি উভয় অভিযুক্তকে চিনতেন। তাঁকে নিতাই মোহন্তের মৃত্যুর খবর জানানো হয় এবং পুলিশ তাঁকে ডেকে পাঠায়। তাঁর উপস্থিতিতে পুলিশ বাড়ির একটি অংশের দরজার তালা ভেঙে দেয়। আবেদনকারী মমতা মোহন্তেকে

জিজ্ঞাসা করে তার স্বামীর মৃতদেহ কোথায়। সে বিছানার নিচে মৃতদেহ লুকিয়ে রাখার জায়গা হিসাবে একটি জায়গা নির্দেশ করলে, পুলিশ সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিদের সহায়তায় কাঠের তক্তাগুলি সরিয়ে ফেলে। কাঠের তক্তাগুলির নিচে পাথর ও কাদা ছিল। পাথর ও কাদা সরানোর পরে, পাটের বারান্দায় আবৃত একটি মৃতদেহ পাওয়া যায় যার খোলটি একটি স্ট্রিং দিয়ে বাঁধা ছিল। তারপর মৃতদেহটি বের করে আনা হয়। তিনি মৃত ব্যক্তিকে তার পরিহিত পোশাক থেকে চিহ্নিত করেন, বিশেষ করে গলায় একটি সোয়েটার এবং একটি মালা (তুলসী) যা তিনি পরতেন এবং মুখের চেহারা থেকেও।

৯. দোর্না লেপচা (পিডব্লিউ-২) ১ কাজোর ব্লক পঞ্চায়েতের সহ-সভাপতি। তিনি পদচ্যুত করেন যে ভোলা মোহন্ত (পিডব্লিউ-১) তাঁর মৃত ভাই নেতা মোহন্তের নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে তাঁর গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। আবেদনকারী মমতা মোহন্তকে ভোলা মোহন্ত (পিডব্লিউ-১) নিয়ে এসেছিলেন। মমতা মোহন্ত প্রকাশ করেছিলেন যে তাঁর স্বামীকে রঞ্জিত হায়দার 'রাণ্ডা' দিয়ে হত্যা করেছেন এবং মৃতদেহটি একই ভাড়া বাড়িতে লুকিয়ে রাখা হয়েছে যেখানে তারা শেষবার উত্তর সিকিমে বসবাস করছিল। তিনি আরও প্রকাশ করেছিলেন যে, ঘটনার সময়, তাঁর স্বামীকে রঞ্জিত হায়দার এবং তাঁর ভাগ্নে পুরান বান্ধু মন্ডল একটি দড়ি দিয়ে বিদ্ধ করেছিলেন এবং তিনি তাদের সাহায্য করেছিলেন। দোর্না লেপচা (পিডব্লিউ-২) মমতা মোহন্তের বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তির সাক্ষী। জেরায় , দোর্না লেপচা (পিডব্লিউ-২) বলেন যে তিনি মৃত নেতাই মোহন্তকে চিনতেন কারণ তিনি তার বাড়ির কাছাকাছি থাকতেন।

১০. ফুরবা লেপচা (পিডব্লিউ-৪) মঙ্গনের কাজোর বুস্টির বাসিন্দা এবং মমতা মোহন্তের প্রকাশ্য বিবৃতির সাক্ষী যা মৃতদেহ উদ্ধারের দিকে পরিচালিত করেছিল।

১১. ডাঃ এস. ডি. শর্মা (পি. ডব্লিউ-১২) মৃতদেহ উদ্ধারের সময় যুক্ত ছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে দেহটি পচনশীল পর্যায়ে ছিল। তিনি সেই সময়টি পদচ্যুত করেছিলেন কারণ মৃত্যু দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে ছিল এবং মৃত্যুর কারণটি ছিল ভোঁতা বল এবং লিগচার দ্বারা অ্যান্টিমোর্টম শ্বাসরোধের দ্বারা উত্পাদিত অ্যান্টিমোর্টম মাথার আঘাতের সম্মিলিত প্রভাব। মেডিকেল লিগ্যাল অটোপসি রিপোর্টটি এক্স. এইচ. ২৫। যেখানে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল সেখানে ময়নাতদন্ত করা হয়েছিল।

১২. ভোলা মোহন্ত (পিডব্লিউ-এল) মৃত নেতা ১ মোহন্তের ভাই এবং সেই তথ্যদাতা যার তথ্যের ভিত্তিতে প্রসিকিউশন চালু করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে তিনি ইংরেজি, হিন্দি বা নেপালি জানেন না এবং কেবল বাংলা জানেন। তিনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে তিনি আগে কখনও রঞ্জিত হায়দারের সাথে দেখা করেননি।

১৩। পক্ষগুলির পক্ষে বিদ্বান/পরামর্শদাতার সংশ্লিষ্ট যুক্তিগুলি পরীক্ষা করার আগে, আইনের ১০৬ ধারাটি উদ্ধৃত করা উপযুক্ত হবে, যা নিম্নরূপঃ

> ১০৬। বিশেষত জ্ঞানের মধ্যে সত্য প্রমাণের বোঝা।
>
> -যখন কোনও তথ্য বিশেষত কোনও ব্যক্তির জ্ঞানের মধ্যে থাকে, তখন সেই সত্য প্রমাণ করার বোঝা তার উপর থাকে। "

১৪। সাধারণ নিয়ম হল যে প্রমাণের বোঝা প্রসিকিউশনের উপর থাকে। আইনের ১০৬ ধারাটি তাদের দায়িত্ব থেকে প্রসিকিউশনকে মুক্তি দেওয়ার জন্য প্রবর্তন করা হয়নি, তবে এটি এমন পরিস্থিতি মেটানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে যেখানে প্রসিকিউশনের পক্ষে এমন তথ্য প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব বা কঠিন হবে যা বিশেষত অভিযুক্তদের জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে।

১৫। শংভু নাথ মেহরা বনাম আজমের রাজ্যে, আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

> "৮.....ধারা ১০৬ অনুচ্ছেদ ১০১ এর একটি ব্যতিক্রম। ধারা ১০১ প্রমাণের বোঝা সম্পর্কে সাধারণ নিয়ম স্থির করে।
>
> "যে ব্যক্তি কোনও আদালতকে তার দাবি করা তথ্যের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল কোনও আইনি অধিকার বা দায়বদ্ধতার বিষয়ে রায় দিতে চায়, তাকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে সেই তথ্যগুলির অস্তিত্ব রয়েছে।"

দৃষ্টান্ত (ক) বলে-

> ' একটি আদালতকে এই রায় দিতে চায় যে' খ 'একটি' ই 'অপরাধের জন্য শাস্তি পাবে যা' ক 'বলে যে' খ 'করেছে।
>
> ক -কে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে খ অপরাধটি করেছে।
>
> " ৯। এটি সাধারণ নিয়মটি নির্ধারণ করে যে কোনও ফৌজদারি মামলায় প্রমাণের বোঝা রাষ্ট্রপক্ষের উপর থাকে এবং ধারা ১০৬ অবশ্যই এটিকে সেই দায়িত্ব থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে নয়। অন্যদিকে, এটি এমন কিছু ব্যতিক্রমী মামলা মেটানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে যেখানে রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে এমন কিছু তথ্য প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব, বা যে কোনও পরিমাণে অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কঠিন, যা অভিযুক্তের জ্ঞানের মধ্যে" "বিশেষত" "এবং যা তিনি অসুবিধা বা অসুবিধা ছাড়াই প্রমাণ করতে পারেন।" "বিশেষত" "শব্দটি জোর দিয়ে বলে যে। এর অর্থ এমন তথ্য-যা তার জ্ঞানের মধ্যে প্রাথমিকভাবে বা ব্যতিক্রমীভাবে রয়েছে।" যদি ধারাটি অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, তবে এটি খুব চমকপ্রদ উপসংহারে নিয়ে যাবে যে একটি হত্যা মামলায় অভিযুক্তের উপর এই প্রমাণ করার ভার রয়েছে যে সে হত্যা করেনি কারণ

৩ এআইআর ১৯৫৬ এসসি ৪০৪

তার চেয়ে ভালো কে জানতে পারে যে সে তা করেছে কি না। এটা স্পষ্ট যে এটাই উদ্দেশ্য হতে পারে না এবং প্রিভি কাউন্সিল দু 'বার এই ধারাটি ব্যাখ্যা করতে অস্বীকার করেছে, যেমনটি ভারতের বাইরে কিছু অন্যান্য আইনে পুনরুত্পাদন করা হয়েছে, যার অর্থ হল যে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর বোঝা রয়েছে যে তিনি যে অপরাধের জন্য বিচার করেছেন তা তিনি করেননি। এই মামলাগুলি হল অ্যাটিগ্যাল এন সম্রাট [এআইআর ১৯৩৬ পিসি ১৬৯] এবং সেনেভিরত্নি. আর. [(১৯৩৬) ৩ সমস্ত ইআর ৩৬,৪৯]।

Xx xx xx

১১. আমরা স্বীকার করি যে একটি দৃষ্টান্ত যে অংশটি চিত্রিত করে তার সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু শেষ করে না, তবে সমানভাবে এটি তার পরিধি হ্রাস বা প্রসারিত করতে পারে না; এবং যদি কিছু তথ্যের জ্ঞান প্রসিকিউশনের কাছে যতটা উপলব্ধ থাকে, যদি এটি অভিযুক্তদের সম্পর্কে যথাযথ অধ্যবসায় অনুশীলন করতে বেছে নেয়, তবে তথ্যগুলি অভিযুক্তের জ্ঞানের মধ্যে "বিশেষভাবে" বলা যাবে না। এই ধারাটি এমন একটি ধারা যা অবশ্যই সাধারণভাবে বিবেচনা করা উচিত; এবং সুবিধার ভারসাম্য এবং শ্রমের অসামঞ্জস্য যা ঝুঁকির মধ্যে থাকা ইস্যুটির তুচ্ছতার বিরুদ্ধে ভারসাম্যপূর্ণ কিছু তথ্য খুঁজে বের করা এবং প্রমাণ করার সাথে জড়িত থাকবে এবং অভিযুক্তরা যে সহজেই সেগুলি প্রমাণ করতে পারে, এই সমস্ত বিষয়গুলি অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। এই ধারাটি আইনের সুপ্রতিষ্ঠিত শাসনকে দুর্বল করতে ব্যবহার করা যাবে না যা খুব ব্যতিক্রমী শ্রেণীর মামলা ব্যতীত, প্রসিকিউশনের উপর বোঝা চাপিয়ে দেয় এবং কখনই স্থানান্তরিত হয় না।

১৬। আরেকটি রায়ে ত্রিমুখ মারোটি কিরকান বনাম হিসাবে রিপোর্ট করা হয়েছে। 'মহারাষ্ট্র রাজ্য', আদালত এমন একটি পরিস্থিতি বিবেচনা করেছে যেখানে অভিযুক্ত তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। প্রসিকিউশন প্রমাণ দেখাতে সফল হয়েছে যে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বছরটির ঠিক আগে, তাদের একসাথে দেখা গিয়েছিল বা অপরাধটি সেই বাড়িতে ঘটেছিল যেখানে আপিলকারী সাধারণত বসবাস করতেন। আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

২২. যেখানে কোনও অভিযুক্ত তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ করা হয় এবং প্রসিকিউশন প্রমাণ দেখাতে সফল হয় যে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কিছু সময় আগে তাদের একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল বা অপরাধটি সেই আবাসস্থলে ঘটে যেখানে স্বামীও সাধারণত বসবাস করতেন, সেখানে ধারাবাহিকভাবে বলা হয়েছে যে অভিযুক্ত যদি কোনও ব্যাখ্যা না দেয় যে স্ত্রী কীভাবে আহত হয়েছে বা কোনও ব্যাখ্যা দেয় যা

৪ (২০০৬) ১০ এসসিসি ৬৮১

মিথ্যা, একটি শক্তিশালী পরিস্থিতি যা নির্দেশ করে যে সে অপরাধ করার জন্য দায়ী। এইচ. পি.-এর নিকা রাম রাজ্যে [(১৯৭২) ২ এস. সি. সি. ৮০:১৯৭২ এস. সি. ও (অন) ৬৩৫: এ. আই. আর. ১৯৭২ এস. সি. ২০৭৭। ১টি-তে দেখা গেছে যে, "খুখরী" দিয়ে হত্যা করার সময় অভিযুক্ত যে একা তার স্ত্রীর সাথে বাড়িতে ছিল এবং তার সাথে অভিযুক্তের সম্পর্ক যে টানাপোড়েনপূর্ণ ছিল, তা তার 'অপরাধবোধের' দিকে ইঙ্গিত করবে। গণেশলাল বনাম। মহারাষ্ট্র রাজ্য [(১৯৯২) ৩ এস. সি. সি. ১০৬:১৯৯৩ এস. সি. সি. (সি. এন.) ৪৩৫] আবেদনকারীর বিরুদ্ধে তার স্ত্রীর হত্যার জন্য মামলা করা হয়েছিল যা তার বাড়ির ভিতরে ঘটেছিল। এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে যখন তার হেফাজতে মৃত্যু ঘটেছিল, তখন আবেদনকারী ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩১৩ ধারার অধীনে তার বিবৃতিতে তার মৃত্যুর কারণের জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য। কোনও ব্যাখ্যার অনুপস্থিতির সাথে প্রসিকিউশন মামলার নিছক অস্বীকার অভিযুক্তের নির্দোষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়েছিল, তবে এই অনুমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে আবেদনকারী তার স্ত্রী হত্যার দায়ে প্রধান অভিযুক্ত। ডাঃ রবীন্দ্র প্রকাশ মিত্তল [(১৯৯২) ৩ এস. সি. সি. ৩০০:৯২ এস. সি. সি. (সি. এন.) ৬৪২: এ. আই. আর. ১৯৯২ এস. সি. ২০৪৫] চিকিৎসাগত প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, স্ত্রী গভীর রাতে বা ভোরে শ্বাসরোধ করে মারা যান এবং কেরোসিন ছিটিয়ে তাঁর শরীরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। স্বামীর পক্ষ থেকে বলা হয় যে, স্ত্রী নিজে টি-কে পুড়িয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন এবং তিনি সেই সময় বাড়িতে ছিলেন না। স্ত্রী তাঁর আত্মীয়দের কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে দেখা যায় যে, স্বামী তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিলেন এবং তাঁদের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল এবং আরও প্রমাণ দেখায় যে, তাঁরা দুজনেই রাতে একটি ঘরে ছিলেন। এটি বলা হয়েছিল যে পরিস্থিতির শৃঙ্খলটি সম্পূর্ণ হয়েছিল এবং স্বামীই তাঁর স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী এই আদালত অভিযুক্তকে খালাস করে হাইকোর্টের রায়কে উল্টে দেয় এবং তাকে ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা ৩০২ এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করে। টি. এন. এন রাজেন্দ্রন রাজ্যে [(১৯৯৯) ৮ এসসিসি ৬৭৯:২০০০ এসসিসি (সিআরআই) ৪০] স্ত্রীকে একটি কুঁড়েঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল যা আগুন ধরেছিল। প্রমাণ দেখায় যে অভিযুক্ত এবং তার স্ত্রীকে রাত ৯ টার দিকে কুঁড়েঘরে একসাথে দেখা গিয়েছিল এবং অভিযুক্ত সকালে ছাদ দিয়ে বেরিয়ে আসে যখন কুঁড়েঘরে আগুন ধরে যায়।তাঁর ব্যাখ্যা ছিল যে এটি একটি দুর্ঘটনাজনিত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা যার ফলে তাঁর স্ত্রী ও এক কন্যার মৃত্যু হয়। চিকিৎসাগত প্রমাণ থেকে জানা যায় যে শ্বাসকষ্টের কারণে স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন।

> শ্বাসরোধের ফলে এবং পোড়া আঘাতের কারণে নয়। এটি বলা হয়েছিল যে এই সিদ্ধান্তে আসতে কোনও দ্বিধা থাকতে পারে না যে অভিযুক্ত (স্বামী) অপরাধের অপরাধী ছিল। "

১৭. নিকা রাম বনাম 'হিমাচল প্রদেশ রাজ্য' হিসাবে রিপোর্ট করা আরেকটি রায়ে বলা হয়েছে যে, অভিযুক্তের দ্বারা কোনও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যার অনুপস্থিতি নির্দেশ করবে যে অভিযুক্ত অপরাধের জন্য দায়ী। আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

> ১৬. গিরজু পিডব্লিউ-এর প্রমাণ অনুযায়ী অভিযুক্তের বাড়িতে কেবল অভিযুক্ত এবং চুড়ি মৃত ব্যক্তিই থাকতেন। অভিযুক্তের কাকা মণি রাম (পিডব্লিউ ৮) এবং ভগৎ রাম স্কুলের শিক্ষক (পিডব্লিউ ১৬)-এর বক্তব্যও একই রকম। ভগৎ রামের মতে, ঘটনার দিন তিনি অভিযুক্ত এবং মৃত ব্যক্তিকে তাদের বাড়িতে একসঙ্গে দেখেছিলেন। মণি রাম (পিডব্লিউ ৮) অভিযুক্তকে বিকেল ৩টায় তার বাড়িতে দেখেছিলেন, অন্যদিকে পোশু রাম (পিডব্লিউ ৭) অভিযুক্ত এবং মৃত ব্যক্তিকে ঘটনার দিন সন্ধ্যায় তাদের বাড়িতে দেখেছিলেন। অভিযুক্ত এটাও অস্বীকার করে না যে ঘটনার দিন সে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে তার বাড়িতে ছিল। পরিকল্পিত প্রধানমন্ত্রী অনুসারে অভিযুক্তের বাড়িতে একটি আবাসিক ঘর, আরেকটি ছোট ঘর এবং একটি বারান্দা রয়েছে। সেই পরিকল্পনার সত্যতা এ. আর. ভার্মা অধ্যক্ষ (পি. ডব্লিউ ৫) দ্বারা প্রমাণিত হয়। এই সত্য যে অভিযুক্ত একাই চুরির সঙ্গে বাড়িতে ছিল যখন তাকে খোখরির সঙ্গে হত্যা করা হয়েছিল এবং মৃতের সঙ্গে অভিযুক্তের সম্পর্কের টানাপোড়েন, যা এরপরে দেখানো হবে, তার কোনও দৃঢ় ব্যাখ্যা না থাকলে, তার অপরাধের দিকে ইঙ্গিত করবে।

রাজস্থান রাজ্য বনাম ঠাকুর সিং মামলায় এই আদালত এই নীতির পুনরাবৃত্তি করেছে যে অভিযুক্তের অপরাধ প্রমাণের ভার রাষ্ট্রপক্ষের উপর রয়েছে তবে কোনও অপরাধ সম্পর্কিত কিছু তথ্য থাকতে পারে যা কেবল অভিযুক্তই জানতে পারে। আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

> ২২. অতএব, আইনটি বেশ ভালভাবে স্থির করা হয়েছে যে, অভিযুক্তের অপরাধ প্রমাণের ভার রাষ্ট্রপক্ষের উপর রয়েছে, তবে কোনও অপরাধ সম্পর্কিত কিছু তথ্য থাকতে পারে যা কেবল অভিযুক্তের কাছেই জানা যেতে পারে, বা রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে প্রমাণ করা কার্যত অসম্ভব। এই তথ্যগুলি অভিযুক্তের দ্বারা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন এবং যদি সে

৫ (১৯৭২) ২ এসসিসি ৮০

৬ (২০১৪) ১২ এসসিসি ২১১

তা করে না, তাহলে এটি একটি শক্তিশালী পরিস্থিতি যা তার অপরাধবোধের দিকে নির্দেশ করে/সেই তথ্যগুলির উপর ভিত্তি করে।

১৯. জ্ঞানেশ্বর বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য মামলায় এই আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

১০. আমাদের সামনে এই বিষয়ে কোনও বিতর্ক হয়নি যে, মৃত ব্যক্তিকে তার বৈবাহিক বাড়িতে হত্যা করা হয়েছে। আপিলকারীর ক্ষেত্রে এই অপরাধটি অন্য কারও দ্বারা করা হয়নি। তাঁর ক্ষেত্রেও এই অপরাধটি করার জন্য কোনও বহিরাগতের সম্ভাবনা ছিল না। প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতির মধ্যে একটি হল, যখন দম্পতিকে শেষবার এমন একটি প্রাঙ্গণে দেখা গিয়েছিল যেখানে কোনও বহিরাগতের প্রবেশাধিকার নাও থাকতে পারে, তখন তাঁর স্ত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ ব্যাখ্যা করা স্বামীর দায়িত্ব। রাজ কুমার প্রসাদ তামারকর বনাম। বিহার রাজ্য [(২০০৭) ১০ এস. সি. সি. ৪৩৩: (২০০৭) ৩ এস. সি. সি. (সি. আর. আই) ৭১৬: (২০০৭) ১ স্কেল ১৯] এই আদালত রায় দিয়েছেঃ (এস. সি. সি. পৃ. ৪৪০, অনুচ্ছেদ)

২২. অভিজ্ঞ দায়রা জজ এবং হাইকোর্টের দ্বারাও যে ঘটনাগুলি লক্ষ্য করা হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, যখন ঘটনাটি ঘটেছিল, তখন মৃত ব্যক্তি এবং উত্তরদাতা কেবল শয়নকক্ষ এবং একে সংযুক্ত ছাদে ছিলেন। অন্য কোনও ব্যক্তি ছিলেন না। মৃত উষা দেবীর মৃত্যুর কারণ ১. অর্থাৎ বন্দুকের গুলিতে আহত হওয়ার কারণে . বিতর্কিত নয়। ছাদ এবং শয়নকক্ষ একে অপরের পাশে থাকার বিষয়টি বিতর্কিত নয়।

২৩। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে দেখা যায় যে আঘাত (জেড) ১-এর ক্ষেত্রে 'কালো করা এবং আঁচড় দেওয়া' বিদ্যমান ছিল। আগ্নেয়াস্ত্রের প্রকৃতির কথা মাথায় রেখে কালো করা এবং আঁচড় দেওয়া, যা ব্যবহার করা হয়েছে বলে মনে করা হয়, তা স্পষ্টভাবে দেখায় যে অল্প দূরত্ব থেকে গুলি চালানো হয়েছিল। প্রায় ২ ফুট থেকে ৩ ফুট দূরত্ব থেকে গুলি চালানো হলে কালো করা বা আঁচড় দেওয়া সম্ভব। অতএব, এটি এমন কোনও ঘটনা হতে পারে না যেখানে ৬ ফুটেরও বেশি দূরত্ব থেকে মৃত ব্যক্তির দিকে গুলি চালিয়ে কেউ মৃত্যু ঘটাতে পারে। আঘাতের স্থানটিও গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষতচিহ্নিত ক্ষতটি গ্লাবেলার (কপালের মাঝখানে) উপর পাওয়া গিয়েছিল। এটি দেখানোর জন্য একটি দীর্ঘ পথ যায় যে একই কাজটি অবশ্যই এমন একজন ব্যক্তির দ্বারা করা হয়েছিল যিনি মৃত ব্যক্তিকে অল্প দূরত্ব থেকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে, একটি দূরবর্তী

ছাদে না থাকা অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা এই ধরনের আঘাতের সম্ভাবনা। একবার প্রসিকিউশন দেখাতে সক্ষম হলে যে প্রাসঙ্গিক সময়ে, ঘর এবং ছাদটি দম্পতির একচেটিয়া দখলে ছিল, প্রমাণের বোঝা উত্তরদাতার উপর ছিল যে কোন পরিস্থিতিতে তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছিল। দায়িত্ব তার উপর ছিল। তিনি তা ছাড়তে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

২০. রাম গুলাব চৌধুরী ও অন্যান্য বনাম বিহার রাজ্য মামলায় এই আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

২৪. অন্যথায়, আমাদের দৃষ্টিতে, এটি এমন একটি মামলা যেখানে সাক্ষ্য আইনের ১০৬ ধারা প্রযোজ্য হবে। কৃষ্ণানন্দ চৌধুরীকে নৃশংসভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছিল এবং তারপরে বুকে একটি ছুরা-ব্লো দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে বিজয় চৌধুরী বলার পরে ছুরা-ব্লো দেওয়া হয়েছিল যে "তিনি এখনও বেঁচে আছেন এবং তাকে হত্যা করা উচিত।" তারপরে আবেদনকারীরা দেহটি নিয়ে যায়। এরপরে কৃষ্ণানন্দ চৌধুরীর কী হয়েছিল তা বিশেষত আবেদনকারীদের জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে। দেহটি নিয়ে যাওয়ার পরে তারা কী করেছিল সে সম্পর্কে আপিলকারীরা কোনও ব্যাখ্যা দেয়নি। কৃষ্ণানন্দ চৌধুরীকে তখন থেকে জীবিত দেখা যায়নি। কোনও ব্যাখ্যার অভাবে, এবং এই বিষয়টি বিবেচনা করে যে আবেদনকারীরা ছেলেটিকে সন্দেহ করে যে তারা আবেদনকারীদের পরিবারের সন্তানকে অপহরণ ও হত্যা করেছে, আবেদনকারীদের উচিত ছিল তাকে নিয়ে যাওয়ার পরে তারা তার সাথে কী করেছিল তা ব্যাখ্যা করা। অপহরণকারীরা যখন আদালত থেকে সেই তথ্য গোপন করে রাখে, তখন তারা ছেলেটিকে হত্যা করেছে বলে অনুমান করার জন্য সমস্ত যৌক্তিকতা রয়েছে। যদিও সাক্ষ্য আইনের ১০৬ ধারার উদ্দেশ্য যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে অভিযুক্তের অপরাধ প্রমাণ করার জন্য তার বোঝা চাপিয়ে দেওয়া নাও হতে পারে, তবে এই ধারাটি বর্তমানের মতো মামলাগুলিতে প্রযোজ্য হবে, যেখানে প্রসিকিউশন এমন তথ্য প্রমাণ করতে সফল হয়েছে যা থেকে মৃত্যুর বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত অনুমান করা যেতে পারে। আবেদনকারীদের তাদের বিশেষ জ্ঞানের ভিত্তিতে অবশ্যই এমন একটি ব্যাখ্যা দিতে হবে যা আদালতকে একটি ভিন্ন অনুমান করতে পরিচালিত করতে পারে। অতএব, আমরা মিঃ মিশ্রের এই জমা দেওয়ার মধ্যে কোনও সারবত্তা দেখতে পাচ্ছি না।

২১. এই প্রেক্ষাপটে, আবেদনকারীদের পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলির যুক্তি হল যে, মমতা -এর নির্দেশে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল।

৮ (২০০১) ৮ এস. সি. সি ৩১১

মোহন্ত এবং আবেদনকারী-রঞ্জিত হায়দারের প্রকাশ/বিবৃতি অনুসরণে কোনও উদ্ধার নেই। অতএব, মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর বক্তব্যের ভিত্তিতে মৃতদেহ উদ্ধার আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে না। আমরা উক্ত যুক্তিতে কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না। জামিয়াং ভুটিয়া (পিডব্লিউ-৫)-এর মতো রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের ধারাবাহিক বিবৃতি রবি দেব (পিডব্লিউ-৩)-এর দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে যে আবেদনকারী রঞ্জিত হায়দার রবোমের বাড়িটি ভাড়ায় নিয়েছিলেন। মৃতদেহটি কাদা ও পাথর দিয়ে ঢেকে রাখা কাঠের তক্তার নিচে লুকানো একটি বন্দুকের ব্যাগে উদ্ধার করা হয়েছিল। সাক্ষীদের উপর পরিচালিত জেরা থেকে বোঝা যায় না যে রঞ্জিত হায়দারের দ্বারা বাড়ি ভাড়া নেওয়া কোনওভাবেই বিতর্কিত। এতে কোনও বিতর্ক নেই যে রান ইট হায়দার বাড়িটি তালাবদ্ধ করে তাঁর পৈতৃক গ্রামে যাওয়ার পরে প্রথমবার পুলিশ বাড়ির তালা খুলেছিল। অতএব, এই দিকগুলি নিয়ে কোনও প্রশ্ন না থাকায় যে বাড়িটি তাঁর দখলে ছিল এবং সেই বাড়িতে কারও প্রবেশাধিকার ছিল না, আইনের ১০৬ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর উপর এই সত্য প্রমাণ করার ভার ছিল যে তাঁর অনুপস্থিতিতে কারও বাড়িতে প্রবেশাধিকার ছিল। আবেদনকারী রঞ্জিত হায়দার, এমনকি রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের তাঁর ভাড়া করা বাড়িতে প্রবেশের সম্ভাবনার পরামর্শও দিয়েছিলেন। জামিয়াং ভুটিয়ার (পিডব্লিউ-৫) সাক্ষ্য যে বাড়িটি রঞ্জিত হায়দার ভাড়ায় নিয়েছিলেন তা প্রমাণিত হয় এবং রবি দেবের (পিডব্লিউ-৩) বক্তব্যের ভিত্তিতে, যিনি একজন ছুতোর মিস্ত্রি এবং একই এলাকায় বসবাস করতেন, আবেদনকারী রঞ্জিত হায়দার আইনের ১০৬ ধারার অধীনে অনুমানকে ভুল প্রমাণ করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। এফ ২২। আবেদনকারী মমতা মোহান্তের ক্ষেত্রে, তার প্রকাশ্য বিবৃতির ভিত্তিতে একটি বাড়িতে লুকিয়ে রাখা মৃতদেহ উদ্ধারের প্রমাণ রয়েছে, যেখানে তিনি মৃত এবং তার দুই সন্তানের সাথে অন্য আবেদনকারীর সাথে বসবাস করছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

কাদা ও পাথর দিয়ে ঢেকে রাখা কাঠের তক্তার নিচে লুকিয়ে রাখা মৃতদেহ উদ্ধার মমতা মোহন্তার বিরুদ্ধে তার বিশ্বাস বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত দৃঢ় অপরাধমূলক পরিস্থিতি। এই ধরনের অপরাধমূলক পরিস্থিতি ছাড়াও, দোর্না লেপচা (পিডব্লিউ-২)-এর একটি বিবৃতি রয়েছে যার সামনে তিনি স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। ফুরবা লেপচা (পিডব্লিউ-৪) দোর্না লেপচার (পিডব্লিউ-২) স্বামী যিনি এই সাক্ষ্যকে সমর্থন করেন।

২৩. উপরোক্ত প্রথম তথ্য প্রতিবেদন দাখিলের সময় বাংলা সংস্করণটি নেপালি ভাষায় অনুবাদকারী কৃষ্ণকান্ত বর্মণ যে পরীক্ষা করেননি, এই যুক্তিটি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। এই ধরনের প্রথম তথ্য প্রতিবেদন শুধুমাত্র মৃত্যুর তথ্যের ক্ষেত্রে ছিল। তদন্তকারী আধিকারিক তদন্ত করেছেন

প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে তথ্যদাতার দেওয়া সংস্করণ। অতএব, কৃষ্ণকান্ত বর্মণের জিজ্ঞাসাবাদ না করা প্রসিকিউশন মামলায় কোনও সন্দেহ তৈরি করে না।

২৪। মৃতদেহ শনাক্ত করার জন্য কোনও ডিএনএ পরীক্ষা করা হয়নি বলে যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর বক্তব্যের ভিত্তিতে, যিনি প্রকাশ করা বিবৃতিতে বলেছেন যে তাঁর স্বামীর মৃতদেহ তাঁর দখলে থাকা একটি ঘরে কাঠের তক্তার নিচে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। উক্ত বিবৃতি ছাড়াও, রবি দেব (পিডব্লিউ-৩) মৃত ব্যক্তির পরিহিত পোশাক যেমন সোয়েটার এবং মালা থেকে মৃতদেহটি চিহ্নিত করেছেন। কোনও সাক্ষীকে এইভাবে জেরা করা হয়নি যে মৃতদেহটি মৃত ব্যক্তির নয়। অতএব, যুক্তিটি উত্থাপিত সমর্থনযোগ্য নয়।

২৫। নীচের উভয় আদালতই আবেদনকারীদের মৃত নেতা ১ মোহন্তের মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তি হিসাবে দোষী সাব্যস্ত করেছে। ফলস্বরূপ, আমরা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে এমন কোনও ত্রুটি খুঁজে পাই না যা কোনও হস্তক্ষেপের নিশ্চয়তা দেয় না। তদনুসারে, উভয় আপিলই খারিজ করা হয়।

দেবিকা গুজরালে আপিল খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।